

মূল শব্দাবলীঃ
পার্থক্য
মধ্যপন্থা
সম্মান করা
একতা



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

12 September 2025 / 19 Rabiulawal 1447H

পরিমিতাচারঃ আমাদের উম্মতগণের স্বর্ণালী বৈশিষ্ট্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ اِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَىٰ تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِّشَانِهِ، وَأَشْهَدُ اَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الدَّاعِي اِلَى رِضْوَانِهِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاِخْوَانِهِ. اَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ. قَالَ تَعَالَىٰ
فِي التَّنْزِيْلِ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তাকওয়া জাগ্রত করি—তাঁর সব নির্দেশ
পূর্ণ করার চেষ্টা করি এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলো থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা
আমাদের আন্তরিক আনুগত্য প্রকাশের যে প্রয়াস তার প্রতিদান জান্নাতের সুন্দর বাগান দ্বারা দান করুন।
আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

প্রিয় ভাইয়েরা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্মমাসে আমরা বিভিন্নভাবে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা
প্রকাশ করে থাকি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নীরবে একান্তে সেই ভালোবাসা প্রকাশ করেন, আবার
কেউ কেউ উৎসবমুখর মিলাদ উদযাপনের মাধ্যমে আনন্দের সাথে তাঁর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করেন।

এই ভিন্নতাগুলো আমাদের দ্বীনের আলেমগণের মতপার্থক্যের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহাবিগণ নিজেরাও কিছু বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু এসব ভিন্নমত কখনোই তাঁদের পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসাকে বিঘ্নিত করতে পারেনি।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আপনি কি জানেন, কোন নীতিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণ এবং অতীতের আলেমগণ আঁকড়ে ধরেছিলেন, যার কারণে মতভেদ বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি?

সূরা আল বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতে এর উত্তর দেয়া আছে।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

অর্থঃ “আর এভাবেই আমি তোমাদিগকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের কাজের সাক্ষী হও এবং রাসূল (সাঃ) সাক্ষী হন তোমাদের কাজের”।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই উম্মাহকে **উম্মাতান ওয়াসাতা** বলে বর্ণনা করেছেন—অর্থাৎ একটি মধ্যপন্থী ও ন্যায়পরায়ণ সম্প্রদায়, যারা চরমপন্থা থেকে দূরে থাকে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ইবাদত, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি ও মানবিক সম্পর্কে—হিকমত ও ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ করে।

এই মিতব্যয়িতা বা মধ্যপন্থার (ওয়াসাতিয়াহ) নীতিই অতীতের আলেমগণ স্পষ্টভাবে অনুসরণ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতামতের ক্ষেত্রে।

সম্মানিত ভ্রাতৃগণ,

আপনি কি জানেন, কোন নীতিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহাবিগণ এবং অতীতের আলেমগণ আঁকড়ে ধরেছিলেন, যার কারণে মতভেদ বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি?

সুরা আল বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতে এর উত্তর দেয়া আছে।

প্রথমত: মতপার্থক্যকে বোঝা এবং বোঝার সম্মাননাকে সম্মান করা।

যতক্ষণ পর্যন্ত ইজতিহাদ—অথবা আলেমি বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ আছে, মতপার্থক্য চিরকাল থাকবে।

এটি নতুন দৃষ্টিকোণ উদ্ভাবন করে এবং আমাদের ঈমানের বোঝাপড়াকে আরও গভীর করে। তবে এটি তখনই সম্ভব, যখন এসব আলোচনা শারীরিকভাবে শারিয়ার অনুমোদিত সীমার মধ্যে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, মাওলিদুন্নবী সম্পর্কিত বিষয়টিতে, কিছু মুসলিম হয়তো এটি পালন করতে অনাগ্রহী। তবে অন্যরা এটিকে অনুমোদনযোগ্য হিসেবে দেখেন, কারণ এতে সাওয়াত পাঠ, কোরআন তেলাওয়াত এবং নবীর জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা—এ ধরনের সং কর্মকাণ্ডের সংমিশ্রণ ঘটে। উভয় অবস্থানই বৈধ, এবং তাই উভয়কেই সম্মান করা উচিত।

দ্বিতীয়ত: আমাদের মতামত গঠন করা উচিত জ্ঞান ও বিশ্বাসযোগ্য আলেমদের তত্ত্বাবধানের ভিত্তিতে।

কোনো নির্দিষ্ট আচরণে অংশগ্রহণ করতে হবে কি না বা বিরত থাকতে হবে কি না সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, আমাদের সতর্কভাবে অধ্যয়ন করা, চিন্তাভাবনা করা এবং সেই আলেম বা আসতিজাহদের পরামর্শ নেওয়া উচিত, যাদের জ্ঞান সুপরিচিত এবং বিশ্বাসযোগ্য। আমাদের গ্রহণ করা অবস্থান অবশ্যই সুদৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে, ইসলামের ঐতিহ্যবাহী আলেমি তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে—না যে কোনো অনুমান, নিজের মতের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য, আবেগ বা সামাজিক প্রভাবের ওপর।

তৃতীয়ত: অন্যের বৈধ, প্রাপ্ত মতামত রাখার অধিকারকে সম্মান করা।

প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে এমন একটি মত অনুসরণ করার, যা অধ্যয়নভিত্তিক, আলেমদের তত্ত্বাবধানে এবং আন্তরিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত। একজন ব্যক্তি শেষপর্যন্ত কোনো আচরণে অংশগ্রহণ করেন বা বিরত থাকেন—উভয়ই সম্মানের যোগ্য, যেন উম্মাহর মধ্যে এই দুইয়ের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা যায়।

মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

সূরা আল আনফাল- এ ৪৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

অর্থঃ "আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর বিবাদ করো না, এতে তোমাদের সাহস চলে যাবে এবং তোমাদের শক্তি দূর হয়ে যাবে আর ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রিয়জন হিসেবে, আমাদের কখনোই তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশের ভিন্নতার কারণে আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে দেওয়া উচিত নয়। বরং, আমাদের ওয়াসাতিয়াহ—মধ্যপন্থার নীতি—অনুশীলন করা উচিত, যেন আমাদের মধ্যে ঐক্য, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সম্মান নিরন্তর বিকশিত হতে পারে।

অন্তহীন বিতর্কে আটকে থাকা থেকে বিরত থেকে, আসুন আমরা আমাদের মধ্যে অন্তর্মুখী দৃষ্টি স্থাপন করি এবং নিজেদের প্রশ্ন করি:

আমরা নবী (সাঃ) এর সম্মানে কী করেছি? তাঁর প্রতি আমাদের সাওয়াত বৃদ্ধি করার পাশাপাশি, আমরা আমাদের বাক্য, চরিত্র এবং কর্মে তাঁর সুনামকে কতটুকু অনুকরণ ও পুনর্জীবিত করেছি? আমরা আমাদের যুবসমাজের হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা উন্মেষ করার জন্য কী প্রচেষ্টা করেছি, যাতে প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা আমাদের জীবনের একটি দিকনির্দেশক আলো হিসেবে নিরন্তর বিকশিত হয়?

আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা আমাদের প্রজ্ঞা, বিনয় এবং এমন শক্তি দান করুন যেন আমরা এক দৃঢ় কাঠামোর মতো ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, যেখানে প্রতিটি অংশ অন্যটিকে সমর্থন করে। এবং তিনি আমাদের নবী (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসাকে সমৃদ্ধ করুন, এবং আমাদের এমন একটি উম্মাহ বানান যারা সত্যিই তাঁর শিক্ষার অনুযায়ী জীবনযাপন করে।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْغَرِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَآةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمَحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنِ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعِفِينَ فِي عَرَّةٍ وَفِي فَلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزَنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ
لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.